জান্নাত পর্ব -২

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "জান্নাত"। জান্নাত অর্থ হচ্ছেঃ বাগান আর উদ্যান সমূহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হিজর

১) অবশ্যই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত ও ঝরণা ধারাসমূহের মধ্যে।

সুরা ১৫ আল হিজর,আয়াতঃ ৪৫

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবন(ঝর্ণা) বহুল জান্নাতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন্ নাহল

২) মুত্তাকিদের বাসস্থান কতো যে চমৎকার, তাহলো চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা দাখিল হবে।

সুরা ১৬ আন্ নাহল, আয়াতঃ ৩১

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا
يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۳۱﴾

ওটা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্যে তাই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কাহাফ

৩) তাদের (ঈমানদার আ'মলে সালেহকারীদের) জন্য থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ ৩১

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا
مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ
اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَ
حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۚ﴿۳۱﴾

তাদেরই জন্যে আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!

৪) যারা ঈমান আনে ও আ'মলে সালেহ করে তাদের আতিথ্যের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ ১০৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে "জান্নাতুল ফিরদাউস"।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মরিয়ম

৫) তাদের দেয়া হবে সেই স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য (জান্নাতের) ওয়াদা দয়াময় রহমান তাঁর দাসদের দিয়েছেন।

সুরা ১৯ মরিয়ম, আয়াতঃ ৬১

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা তোয়াহা

৬) তাদের জন্য নির্ধারিত আছে উচু মর্যাদা সমূহ চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নীচ দিয়ে বহমান রয়েছে নদ-নদী-নহর।

সুরা ২০ তোয়াহা, আয়াতঃ ৭৫, ৭৬

وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾

আর যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে আছে উচ্চমর্যাদা।

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্রতা অর্জন করেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ

৭) যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে ।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ১৪

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

৮) যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন জান্নাত সমূহে।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ২৩

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَ
لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে , আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাদের পোষাক -পরিচ্ছেদ হবে রেশমের ।

৯) তারপর যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে , তারা থাকবে জান্নাতুন নায়ীমে।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৫৬

اَلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ ﴿۵۶﴾

সেদিন আল্লাহরই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন; যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফুরকান</u>

১০) যিনি চাইলে তোমাকে দিতে পারেন এর চাইতে উত্তম জান্নাত যেগুলোর নীচ দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ১০

تَبٰرَكَ الَّذِىٓ اِنۡ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيۡرًا مِّنۡ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ
تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ وَيَجۡعَلۡ لَّكَ قُصُوۡرًا ﴿۱۰﴾

কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু, উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদ সমূহ।

১১) ওদের জিজ্ঞেস করোঃ এটা কি ভালো, নাকি চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা মুত্তাকিদের দেয়া হয়েছে।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ১৫

قُلۡ اَذٰلِكَ خَيۡرٌ اَمۡ جَنَّةُ الۡخُلۡدِ الَّتِىۡ وُعِدَ الۡمُتَّقُوۡنَ ؕ كَانَتۡ لَهُمۡ
جَزَآءً وَّمَصِيۡرًا ﴿۱۵﴾

তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? এটাই তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শোয়ারা</u>

১২) (ইবরাহীমের দোয়া) আমাকে জান্নাতুন নায়ীমের ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত করো।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ ৮৫

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা লুকমান

১৩) যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতুন নায়ীম।

সুরা ৩১ লুকমান, আয়াতঃ ৮

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাজদা

১৪) হ্যাঁ যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া (স্থায়ী জান্নাত)।

সুরা ৩২ আস সাজদা, আয়াতঃ ১৯

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

যারা ঈমান আনে , সৎ কর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্যে জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফাতির

১৫) চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা দাখিল হবে।

সুরা ৩৫ ফাতির, আয়াতঃ ৩৩

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ

لُؤۡلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۳۳﴾

তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কঙ্কর ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছেদ হবে রেশমের।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাফ্ফাত

১৬) তাদের জন্যে রয়েছে পরিচিত রিযিক। রয়েছে সুষম ফলারি। আর তারা হবে সম্মানিত। জান্নাতুন নায়ীমে।(নিয়ামতে ভরা জান্নাত)

সুরা ৩৭ আস্ সাফফাত, আয়াতঃ ৪১, ৪২, ৪৩

اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ رِزۡقٌ مَّعۡلُوۡمٌ ﴿۴۱﴾

তাদের জন্যে আছে নির্ধারিত রিযিক-

فَوَاكِهُ ۚ وَهُمۡ مُّكۡرَمُوۡنَ ﴿۴۲﴾

ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত;

فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ ﴿۴۳﴾

থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

১৭) সব মুত্তাকিদের জন্যে রয়েছে উত্তম আবাস। (তা হলো) চিরস্থায়ী জান্নাত।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৪৯, ৫০

هٰذَا ذِكْرٌ ۭ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা । মুত্তাকীদের জন্যে রয়েছে উত্তম আবাস।

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্যে উন্মুক্ত যার দ্বার।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মু'মিন/ গাফির

১৮) (ফেরেশতাদের দোয়া মু'মিনদের জন্য) আমাদের প্রভু! তুমি তাদের দাখিল করো চিরস্থায়ী জান্নাতে। যার ওয়াদা তুমি তাদের দিয়েছো।

সুরা ৪০ মু'মিন, আয়াতঃ ৮

رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ

اٰبَآىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে , যার অঙ্গীকার আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তান-

সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুরা

১৯) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে ও আমলে সালেহ করেছে , তারা বসবাস করবে রওদাতুল জান্নাতে (মনোরম বাগ বাগিচাময় জান্নাতে)।

সুরা ৪২ আশ শুরা, আয়াতঃ ২২

তুমি যালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্যে; আর এটাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও আমল করে তারা থাকবে জান্নাতের বাগানসমূহে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাই পাবে। এটাই তো মহা অনুগ্রহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আদ্ দুখান

২০) নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে নিরাপদ জায়গায়, জান্নাত আর ঝর্ণাধারা সমূহের মাঝে।

সুরা ৪৪ আদ্ দুখান, আয়াতঃ ৫১, ৫২

মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে-

উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আমাদের ঈমানকে মজবুত করি এবং আমলে সালেহ করি । আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা পরম মেহেরবান ও অসীম দয়ালু , তিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পরে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....